



26753 - যবে নারীর মাসকি শুরু হয়ছে তনি লাইলাতুল কদরে কী কী ইবাদত করতে পারবনে?

প্রশ্ন

যবে নারীর মাসকি শুরু হয়ছে তনি লাইলাতুল কদরে কী করবনে? তনি কি ইবাদত বন্দগীতে মশগুল হয়ে তার সওয়াব বাড়াতে পারবনে? যদি উত্তর হয়, তবে এই রাত্তে তনি কী কী ইবাদত করতে পারবনে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

যবে নারীর মাসকি শুরু হয়ছে তনি শুধু নামায, রোজা, বায়তুল্লাহ তওয়াফ ও মসজদিহে তকাফব্যতীতবাকী সমস্ত ইবাদত করতে পারেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়ছে যে তনি রমজানরে শেষে দশকে রাত জাগতনে। আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত: “শেষে দশক প্রবশে করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকোমর বঁধে নামতনে। তনি নিজি রাত জাগতনে এবং তাঁর পরিবারবর্গকে জাগয়িতেনে।”[সহীহ বুখারী (২০২৪) ও সহীহ মুসলমি (১১৭৪)]

ইহইয়াউল লাইল বা রাত জাগা শুধু নামাযরে জন্য বশিষ্ট নয়, বরং তা সকল ইবাদতরে মাধ্যমে হতে পারে। আলমেগণ **حَيِّءُ اللَّيْلُ** কথাটিকে এই অর্থবেখাখ্যা করছেন।

ইবনে হাজার বলছেন: “**أَحْيَا لَيْلًا**” অর্থ-তনি ইবাদত ও আনুগত্যরে মধ্যে রাত জাগতনে।” নববীরাহমিহুল্লাহ বলছেন: “অর্থাৎ তনি সালাত ও অন্য ইবাদতরে মাধ্যমে গোটো রাত কাটয়িতেনে।”

আউনুল মাবুদগরন্থবেলাহয়ছে: “অর্থাৎ নামায, যকিরি-আযকার ও কুরআনতলিওয়াতরে মাধ্যমে (রাত কাটয়িতেনে)।”

লাইলাতুল কদরবোন্দা যবে যবে ইবাদত করতে পারনে তার মধ্যে কয়ামুল লাইল (রাতরে নামায) সর্বোত্তম। এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যবে ব্যক্তি ঈমানরে সাথে ও সওয়াবরে আশায় লাইলাতুল কদরে বা ভাগ্য রজনীতনোমায আদায় করবে তার পূর্বরে গুনাহসমূহ মাফ করে দয়ো হবে।”[সহীহ বুখারী (১৯০১) ও সহীহ মুসলমি (৭৬০)]

যহেতে যবে নারীর মাসকি শুরু হয়ছেতোর জন্য নামায আদায় করা নষিদিখ তাই তনি নামাযব্যতীত অন্য সব ইবাদত করার জন্য রাত জাগতে পারনে। যমেন:



১। কুরআন তলোওয়াত করা, দেখুন (2564) নং প্রশ্নের উত্তর।

২। যাকিরি করা। যমেন: সুবহানাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল হামদু লিল্লাহ ইত্যাদি জপা। সুতরাং যবে নারীর মাসকি শুরু হয়েছে তনি বেশী বেশী সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহি ওয়াবাহিহামদহি ওয়া সুবহানাল্লাহলি আযমি ইত্যাদি জপতে পারনে।

৩। ইস্তগিফার করা: তনি বেশী বেশী ‘আস্তাগফরিল্লাহ’(আমি আল্লাহর কাছে কক্ষমা চাচ্ছি) পাঠ করতে পারনে।

৪। দোয়া করা: তনি আল্লাহ তাআলার কাছে বেশী করে দোয়া করতে পারনে এবং তাঁর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ প্রার্থনা করতে পারনে। দোয়া হল সর্বোত্তম ইবাদতগুলোর অন্যতম। এটা এতবেশী গুরুত্বপূর্ণ যে, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “দোয়া ইহল-ইবাদত।” [জামে তরিমযী (২৮৯৫), আলবানী ‘সহীহাত-তরিমযী’ গ্রন্থে হাদিসটিকিসেহীহ বলউললেখকরছেন (২৩৭০)]

যবে নারীর মাসকি শুরু হয়েছে তনি লাইলাতুল কদরউললেখতি ইবাদতগুলোসহ অন্যান্য ইবাদত পালন করতে পারনে।

আমরা আল্লাহ তা‘আলার কাছে প্রার্থনা করছি তনি যা পছন্দ করনে ও যাতবে সন্তুষ্ট হন আমাদরেকে যনে তা পালন করার তাওফকি দনে এবং আমাদরে নকে আমলগুলো কবুল করনে।